দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 24 NOV 2016
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

পাসহীন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে সরকার

এম এইচ রবিন ●

দেশের যততত্র যাচ্ছেতাই মানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গজিয়ে উঠছে। উপরন্তু সরকারের বিধিবিধানও মানা হচ্ছে না। এমন অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা আশানুরূপ ফল করতে পারছেন না। কিছু প্রতিষ্ঠানের ফল খুবই উদ্বেগজনক– পাবলিক পরীক্ষায় তাদের একজন শিক্ষার্থীও উৎরে যেতে পারেনি। শুধু তাই নয়, এমন প্রতিষ্ঠানও রয়েছে, যেখানে কোনো শিক্ষার্থীই নেই। একই পাড়া-মহল্লায় বিধিবহির্ভূতভাবে একাধিক কলেজের অনুমোদন নিয়ে ঝোলানো হয়েছে প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনোটির একাডেমিক স্বীকৃতি রয়েছে, কোনোটির রয়েছে পাঠদানের স্বীকৃতি। আবার কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তও। প্রশ্ন উঠেছে শহরের অলিগলিতে গড়ে ওঠা নামসর্বস্ব এসব প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন ও এমপিও নিয়ে। এসব বাণিজ্যসর্বস্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণে কঠোর ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

সূত্র মতে, এখন থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যাবে না। এ ছাড়া চলতি বছর একাদশ শ্রেণিতে কোনো শিক্ষার্থী ভর্তি হয়নি এবং এইচএসসি ও সমমানের পাবলিক পরীক্ষায় কোনো শিক্ষার্থী পাস করেনি, এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিও বাতিল তো বটেই, উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের অনুমোদনও বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের নির্ভরযোগ্য সূত্রে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, সারা দেশে প্রায় ১৯০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেগুলোয় একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি-শিক্ষার্থীর সংখ্যা শূন্য। ঢাকা বোর্ডের অধীনস্থ ৯৫টি কলেজের একাদশ শ্রেণিতে কোনো শিক্ষার্থী ভর্তি হয়নি। যশোর বোর্ডের ৫টি কলেজে, রাজশাহী বোর্ডের ৪২টি কলেজে, চট্টগ্রাম বোর্ডের ৪টি কলেজে একাদশ শ্রেণিতে কোনো শিক্ষার্থী ভর্তি হননি। সিলেট ও বরিশাল বোর্ডের অধীনে ৭টি করে মোট ১৪টি কলেজের একাদশ শ্রেণিতে কোনো শিক্ষার্থী ভর্তি হননি। দিনাজপুর বোর্ডের অধীনে ২৪টি কলেজের একাদশ শ্রেণিতে কোনো শিক্ষার্থী ভর্তি হননি। এ ছাড়া অনেক প্রতিষ্ঠান এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম ৪

পাসহীন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে

(শেষ পৃষ্ঠার পর) রয়েছে যেখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুবই নগণ্য। এ ছাড়া এ বছর এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় একজন শিক্ষার্থীও পাস করেননি, এমন প্রতিষ্ঠান রয়েছে ২৫টি। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনুমোদনের জন্য রাজনৈতিক পরিচয়, অর্থকড়ি আর পেশিশক্তির প্রভাব থাকায় অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসনও নিরুপায় হয়ে পড়ে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।

গত ১৮ আগস্ট প্রকাশিত এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার প্রকাশিত ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এবার সাধারণ শিক্ষাবোর্ডের মধ্যে রাজশাহী ও দিনাজপুর বোর্ডে শূন্য পাস প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। আটটি সাধারণ শিক্ষাবোর্ডে ২০টি শূন্য পাস প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে রাজশাহী ও দিনাজপুর বোর্ডে ৮টি করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেগুলোর কেউ পাস করেননি। ঢাকা বোর্ডে তিনটি, যশোর বোর্ডে একটি। মাদ্রাসা বোর্ডের ৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কেউ পাস করতে পারেননি। শূন্য পাস প্রতিষ্ঠান নেই এমন বোর্ডগুলো হচ্ছে কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও সিলেট এবং কারিগরি বোর্ড ও ডিপ্লোমা ইন বিজনেস স্টাডিজের অধীনস্থ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো।

একাদশ শ্রেণিতে অনলাইনে ভর্তির জন্য ৪৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোনো শিক্ষার্থী আবেদন করেননি বলে ইতিপূর্বে জানিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী। গত ১৬ জুন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণিতে ভর্তির কলেজভিত্তিক মেধাতালিকা প্রকাশ করা হয় এক সংবাদ সম্মেলনে। এ সময় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ জানান, ৩৬টি কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ১০টি মাদ্রাসা ও ২টি কলেজে ভর্তির জন্য কোনো শিক্ষার্থী আবেদন করেননি। বছরের পর বছর ধরে শিক্ষার্থী ভর্তি না হওয়া এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কেউ পাস না করায় শিক্ষা-কলেজগুলোকে নিয়ে বিব্রত মন্ত্রণালয়।

এ বিষয়ে গতকাল রাতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) অধ্যাপক মোহাম্মদ শামছুল হুদা আমাদের সময়কে বলেন, যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একাডেমিক কার্যক্রম সন্তোষজনক নয়, সেগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে কী ধরনের শাস্তি সেটা আমরা আইন, বিধি দেখে নেব। শর্ত পূরণে ব্যর্থ এমন এমপিওভুক্ত কলেজের এমপিও সুবিধা বাতিল করা হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর এবং শিক্ষাবোর্ডগুলোয় গতকাল পাঠানো চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠদানের অনুমতির পর শিক্ষার্থী ভর্তি হননি, এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের অনুমোদন বাতিল এবং সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ২০১৬ সালে এইচএসসি এবং সমমানের পরীক্ষায় কোনো শিক্ষার্থী পাস করেননি সেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিও বন্ধ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

ওই চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যাবে না। এখন থেকে পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত এ আদেশ বহাল থাকবে।

উল্লেখ্য, এতদিন ধরে সাধারণত শিক্ষাবোর্ড থেকে পাঠদানের অনুমতি নিয়ে যে কোনো প্রতিষ্ঠান কিছু শর্ত পূরণসাপেক্ষে যাত্রা শুরু করতে পারত। কিন্তু গতকালের চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) ইআইআইএন নম্বর প্রদান করা হবে না।

তবে যেসব অঞ্চলে প্রাপ্যতার অনুপাতের তুলনায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম, সেখানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠদানের বিষয়ে মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে অনগ্রসর, চরাঞ্চল ও দুর্গম এলাকা ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান ও আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের সমন্বয়ক অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান গতকাল সন্ধ্যায় মন্ত্রণালয়ের নতুন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমাদের সময়কে বলেন, কোথাও কোথাও প্রয়োজন ছাড়াই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। সরকার এমপিও সুবিধা দিচ্ছে বছরের পর বছর অথচ শিক্ষার্থী নেই, ফলাফলও খারাপ; সেসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আমরা কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছি।

যেসব কলেজের একজন শিক্ষার্থীও পাস করেননি

ঢাকা বোর্ড : গাজীপুরের কালিয়াকৈরের নয়াবাজার মহিলা কলেজ, ফরিদপুরের নগরকান্দার সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচরের আবুল কাশেম কলেজ।

যশোর বোর্ড : কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা কলেজ।

দিনাজপুর বোর্ড : রংপুরের পীরগাছার সাতদরগা কলেজ, ঠাকুরগাঁওয়ের রানীশংকৈলের রামপুর কলেজ, নীলফামারী সদরের নগর-দারোয়ান্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, লালমনিরহাটের ঢুলি এসসি হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ, গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের বুড়াবুড়ি অজিতুল্লাহ হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ, নীলফামারীর জলঢাকার বাঙগুলাগাড়ী স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারীর ঢলডাঙ্গা স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং দিনাজপুরের ফুলবাড়ীর উত্তর লক্ষ্মীপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ।

রাজশাহী বোর্ড : নওগাঁর আত্রাইয়ের শিবগঞ্জ টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ, একই জেলার মিঠাপুর আদর্শ কলেজ, রাজশাহীর বাগমারার আদর্শ টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ, জাহির উদ্দিন বিজ্ঞান ও কারিগরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, নাটোরের গুরুদাসপুরের চাঞ্চাকৈর নাজিম উদ্দিন হাইস্কুল, নাটোরের লালপুরের ধুঁপেল কলেজ, নওগাঁর পরানগর কলেজ এবং সিরাজগঞ্জের চৌগাছা মহিলা কলেজ।